তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ৩১১

**অকৃষি জমিতে ৪০ বিঘা সিলিং প্রস্তাব করে ‘ভূমি মালিকানা ও ব্যবহার আইন’**

**১৪ এপ্রিল থেকে দেশে ম্যানুয়াল ভূমি উন্নয়ন কর দেওয়া যাবে না**

ঢাকা, ১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারি) :

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, অবৈধ ভূমি দখলকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করে উপযুক্ত শাস্তি ও জরিমানার বিধান রেখে প্রস্তুত করা ‘ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন’ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের ভূমির অপ্রতূলতার কথা মাথায় রেখে সরকার প্রথমবারের মতো অকৃষি জমিতেও সিলিং রাখার বিধান করেছে। প্রাথমিকভাবে ‘ভূমি মালিকানা ও ব্যবহার আইন’-এ ৪০ বিঘা সিলিং (সর্বোচ্চ সীমা) এর প্রস্তাব করা হয়েছে।

আজ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ‘জেলা প্রশাসক সম্মেলন- ২০২৩’ এ ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কার্যঅধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা প্রশাসকদের উদ্দেশে বক্তব্যে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী এসবকথা বলেন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভূমি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কার্য অধিবেশনে ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পিএএ, ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী, ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল বারিকসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, ভূমি মালিকানা ও ব্যবহার আইনে এমন বিধানও রাখা হবে যেন বৃহৎ শিল্প স্থাপনে অকৃষি জমির সর্বোচ্চ সীমা কোনো বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। এক্ষেত্রে বিশেষ আবেদনে সরকার অকৃষি জমির ঊর্ধ্বসীমার অতিরিক্ত শিল্প স্থাপনে অনুমোদন দিতে পারবে। অন্যদিকে কৃষিজমি সুরক্ষা, অকৃষি জমির সর্বোচ্চ সীমার বিধান, খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাসের উদ্দেশ্যে করা ‘ভূমি মালিকানা ও ব্যবহার আইন’-এর খসড়াও আগামী সপ্তাহে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।

ভূমিমন্ত্রী এই সময় আরো যোগ করেন, ‘দলিলাদি যার, জমি তার’ এই ভাবনা থেকেই ভূমি অপরাধ আইনের খসড়া তৈরি করা হয়েছে। কেউ যত বছরই জোর করে কোনো জমি দখল করে রাখুক না কেন, যথাযথ দলিলাদি ছাড়া বেআইনি দখলদারের মালিকানা এই আইনে কখনই তা স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। আইন প্রণয়নের পর জমি দখল সংক্রান্ত হয়রানি উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসবে।

প্রসঙ্গত, দলিলাদি বলতে যথাযথ নিবন্ধন দলিল, খতিয়ানসহ আনুষঙ্গিক নথিপত্র। কৃষি জমির সিলিং ৬০ বিঘা। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরীক্ষণের পর এই দুই আইনের খসড়া আইন প্রণয়নের জন্য সংসদে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে।

সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেন, আগামী পহেলা বৈশাখ (১৪ এপ্রিল) থেকে সারা দেশে ক্যাশলেস ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থা চালু করা হবে। এর পর থেকে আর সরাসরি এলডি ট্যাক্স গ্রহণ করা হবে না। ইতোমধ্যে ক্যাশলেস ই-নামজারি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নাগরিককে অনলাইনে দাখিলা প্রদান করা হয়েছে প্রায় ৪৫ লাখ। অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় হয়েছে ৩৭৫ কোটি টাকা, যা তাৎক্ষণিকভাবে অটোমেটেড চালান সিস্টেমের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে।

#

নাহিয়ান/সিরাজ/রাহাত/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১০

**ডিজিটাল প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজন ডিজিটাল সংযুক্তির মহাসড়ক**

**--- মোস্তাফা জব্বার**

ঢাকা, ১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারি) :

আজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক ভিডিও বার্তায় তিন দিনব্যাপী ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা- ২০২৩‘র উদ্বোধন করেন। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এর সভাপতিত্বে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশের সংযুক্তির মহাসড়ক’ এ বছরের প্রতিপাদ্য নিয়ে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ আয়োজিত এবারের মেলার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি।

মন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা আয়োজনের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজন ডিজিটাল সংযুক্তির মহাসড়ক। ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বের ফলে ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সময়ে দেশে ডিজিটাল প্রযুক্তির অভিযাত্রা শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির ফলে বাংলাদেশ বিশ্বে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বংলাদেশ এখন আর পশ্চাৎপদ দেশ নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ’৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলব। আর সেই বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ।

মোস্তাফা জব্বার বলেন, বাংলাদেশ এখন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেতে পারে। আমাদের নতুন প্রজন্ম অত্যন্ত মেধাবী। আমরা তাদের মেধা ও দক্ষতা কাজে লাগাতে পারলে আগামীর বাংলাদেশ হবে বিশ্বের বিস্ময়। তিনি বলেন, ২০২১ সালে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ যুগ অতিক্রম করেছি। এ বছরের এই মেলার মধ্য দিয়ে আমরা ডিজিটাল যুগের অর্জন গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করবো। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি তুলে ধরাই ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা’ - ২০২৩ এর অন্যতম মূল লক্ষ্য বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ কে এম রহমতুল্লাহ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান, অতিরিক্ত সচিব মোঃ মাহবুব-উল-আলম, হুয়াওয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্লিফ হু এবং আইএসপিএবি সভাপতি ইমদাদুল হক।

উদ্বোধনের দিনে দক্ষতা উন্নয়ন ও শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট শীর্ষক আলোচনয় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল । অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিটিআরসির কমিশনার ড. মুশফিক হাসান চৌধুরী। একই দিন ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি।

আগামীকাল ২৭ জানুয়ারি মিডিয়া বাজারে বেলা ১১ টায় পঞ্চম শিল্প বিপ্লব ও ফাইভি-জি অবকাঠামো : বাংলাদেশের প্রস্তুতি শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন ডাক টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এবং ২৮ জানুয়ারি শনিবার মেলা প্রাঙ্গণে সকাল ১০টায় শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

মেলায় ৫২টি প্যাভিলিয়ন এবং ৭৭টি স্টল স্থান পায়।

উল্লেখ্য, প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শনাথীদের জন্য মেলার স্টল খোলা থাকবে। www.digitalbangladeshmela.org.bd বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে। মেলার এই ওয়েব সাইটে ক্লিক করে দর্শনার্থীগণ বিনা মূল্যে নিবন্ধন করতে পারবে।

#

শেফায়েত/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২২০০ঘণ্টা

Handout Number : 309

**Foreign Minister called for deeper**

**cooperation between Bangladesh and India for mutual benefit**

Dhaka, 26 January :

Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen emphasized on synergized efforts and mutually beneficial partnership between Bangladesh and India for the betterment of lives and livelihoods of the people of two countries. He expressed this in his remarks delivered as the Chief Guest at the event organized by the High Commission of India in Dhaka on the occasion of the 74th Republic Day of India. A number of Cabinet Ministers, Ambassadors and high dignitaries attended the said event.

Foreign Minister gratefully recalled the crucial role played by the people and Government of India during the War of Liberation of Bangladesh in 1971 led by the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. In this context, he enthusiastically termed India as Bangladesh’s closest neighbour both in terms of bilateral relations and geographical proximity.

Dr. Momen highlighted the transformative changes in the bilateral ties between the two countries in the recent years and added that it had reached a new height under the leadership of the two Prime Ministers. He further emphasized that the visit of Prime Minister Sheikh Hasina to India in September last year has added a new momentum to the excellent bilateral relations already existing between the two countries.

Expressing satisfaction over the rapidly growing bilateral trade that increased three-fold during last decade, he urged for enhancing bilateral trade in a balanced manner addressing all trade barriers. He stressed on complimenting each other’s economy for prosperity of both the countries. In this regard, he added that each year, India receives the highest number of tourists including medical tourists from Bangladesh while a significant number of Indians are working in various service sectors in Bangladesh.

The Foreign Minister emphasized on the possible partnership of the two close neighbours in the region for addressing the global challenges including impacts of COVID-19, crisis in Europe and the imminent global economic recession. He thanked India for inviting Bangladesh as a ‘Guest Country’ at the G20 Summit to be held in September 2023 under the Presidency of India. He also expressed hope that the two countries would continue to work together for the betterment of the two peoples and for shared peace and prosperity in the region.

#

Mohsin/Shiraj/Rahat/Enayet/Rafiqul/Joynul/2023/2115 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৮

**আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে কেউ হারাতে পারবে না**

**--- কৃষিমন্ত্রী**

মধুপুর (টাঙ্গাইল), ১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারি) :

কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, দলের নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ থাকলে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে কেউ হারাতে পারবে না। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের শক্তি দেশের জনগণ। জনগণকে নিয়েই বিএনপির সকল আন্দোলন মোকাবিলা করা হবে।

আজ টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলার আউশনারা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আন্দোলনের মাধ্যমে বর্তমান সরকারের পতন ঘটানোর শক্তি বিএনপির নেই। বিগত ১৪ বছরে কোনো আন্দোলনে বিএনপি সফল হয়নি, ভবিষ্যতেও সফল হবে না।

সম্মেলনে টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সুভাষ চন্দ্র সাহা, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি খন্দকার শফি উদ্দিন মনি, সাধারণ সম্পাদক ছরোয়ার আলম খান আবু ও পৌর মেয়র সিদ্দিক হোসেন খান বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/সিরাজ/রাহাত/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২০৫০ঘণ্টা

Handout Number: 307

**World Bank can showcase Bangladesh’s socio-economic**

**Development as an international success story**

**---Foreign Minister**

Dhaka, 26 January:

ÔThe World Bank can showcase Bangladesh’s socio-economic development as an international success story to mark the 50th anniversary of Bangladesh’s partnership with the Bank’, said Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen today. He made the observation while meeting Martin Raiser, Vice-President, South Asia Region of the World Bank at his office in the Ministry of Foreign Affairs.

Raiser appreciated Bangladesh’s achievements in sustainable development and reaffirmed the Bank’s readiness to support the country make the next transition in its development journey.

The Bangladesh Foreign Minister invited the World Bank to invest further in climate-smart infrastructures, especially for widening and heightening embankments along the coastal belt. He also shared his ideas about coastal forestation and renewable energy generation based on such embankments.

The World Bank Vice-President flagged that 35% of the Bank’s current International Development Association contribution to Bangladesh maintains a focus on enhancing the country’s resilience to climate change impacts. He responded positively to Minister’s suggestion to explore possible partnership with the Global Hub for Locally-Led Adaptation, recently launched under the aegis of the Global Centre on Adaptation (GCA)’s regional office based in Dhaka. Mr. Raiser acknowledged the generosity of the government and people of Bangladesh in hosting the forcibly displaced Rohingya from Myanmar. He reiterated the Bank’s interest in supporting improved living conditions and education of the Rohingya population pending their safe and dignified return to Myanmar.

Dr. Momen briefed the Vice-President about the arrangements by the government in Bhashan Char for the relocated Rohingya, and suggested that the Bank look into possibilities for its engagements in the island.  He urged the World Bank to continue to work towards supporting the national efforts at poverty alleviation, with focus on reducing extreme poverty. He suggested further scaling up the World Bank’s work on human resource development, while the World Bank Vice-President referred to the Bank’s signature contribution to primary and pre-school education in Bangladesh. The World Bank expressed particular interest in supporting integration of vocational training as part of formal education. Dr. Momen also underscored the need for the international community’s support towards making Bangladesh’s LDC graduation smooth and sustainable.

The World Bank’s Country Director for Bangladesh Abdoulaye Seck was also present at the meeting.

#

Mohsin Reza/Siraj/Rahat/Enayet/Mosharaf/Rafiqul/Abbas/2023/2040 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০৬

**ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন স্মার্ট বাংলাদেশের মহাসড়কে**

**--- বাণিজ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারি) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন স্মার্ট বাংলাদেশের মহাসড়কে। মোবাইল ফোনে মানুষ ডিজিটাল বাংলাদেশের ডিজিটাল সুবিধা গ্রহণ করছেন। পুরো পৃথিবী এখন মানুষের হাতের মুঠোয়, গ্রাম হয়ে উঠেছে শহর। মোবাইল ফোন সেক্টরে বাংলাদেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এ মোবাইল ফোন সেটের সিংহভাগ এখন বাংলাদেশেই তৈরি হচ্ছে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় শেরে বাংলা নগরে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ডিজিটাল বাংলাদেশের সংযুক্তির মহাসড়ক স্লোগান নিয়ে বিটিআরসি আয়োজিত ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা-২০২৩’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিটিআরসি’র চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর শিকদার।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের নিজস্ব শিল্পকে সুরক্ষা দিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের মোবাইল সেট উৎপাদনের ব্র্যান্ডিং ও সুরক্ষা নিশ্চিত হওয়া দরকার। সরকার মোবাইল ফোনসেট সহজলভ্য করার জন্য দেশের ১৫টি প্রতিষ্ঠানকে মোবাইল ফোন তৈরির লাইসেন্স প্রদান করেছে। অনেক দক্ষ জনবল এগুলোতে কাজ করছে। উন্নতমানের মোবাইল ফোন তৈরি করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করতে হবে। এ সেক্টরে আমাদের রপ্তানির উজ্জ¦ল সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিকস পণ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে। দেশের চাহিদা পূরণ করে এগুলো বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। বাংলাদেশ এখন পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। আইসিটি সেক্টরও আমাদের খুবই সম্ভাবনাময় খাত। আমাদের সফটওয়্যার বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। শিল্পবান্ধব নীতি এ শিল্পকে এগিয়ে নিতে পারে অনেক দূর। এজন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা, বাংলাদেশ সে পথেই এগিয়ে যাচ্ছে।

সেমিনারে মেইড ইন বাংলাদেশ (এমআইবি) আলোচ্য বিষয়ের ওপর মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ফেয়ার গ্রুপের চিফ মার্কেটিং অফিসার মোহাম্মদ মেসবাহ উদ্দিন। আলোচনায় অংশ নেন স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্টের পিএসসি সিগন্যাল্স পরিচালক লে.কর্নেল আউয়াল উদ্দিন আহমেদ(অব.), রিভ গ্রুপ এর গ্রুপ সিইও এম রেজাউল হাসান, এডিসন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাকারিয়া শাহিদ এবং ওয়ালটনের নির্বাহী পরিচালক অভিনেতা আজিজুল হাকিম।

এর আগে মন্ত্রী মেট্রোপলিটন চেম্বার অভ্ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) এবং পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ-এর যৌথ আয়োজনে ‘বাংলাদেশ বিজনেস ক্লাইমেট ইনডেক্স-২০২২-২৩’ প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

#

বকসী/সিরাজ/রাহাত/এনায়েত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/২১২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                নম্বর : ৩০৫

**৩শ’ ৪২ শ্রমিককে দুই কোটি ১৭ লাখ টাকার সহায়তার চেক দিলেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারি) :

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে রাজধানীসহ ঢাকা বিভাগের চার জেলার প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ৩শ’ ৪২ জন শ্রমিককে প্রায় দুই কোটি ১৭ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

আজ রাজধানীর বিজয়নগর শ্রম ভবনের সম্মেলনকক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ সকল শ্রমিক ও তাদের সন্তান-পরিজনদের হাতে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিলে দেশি ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ লভ্যাংশের নির্দিষ্ট অংশের যে অর্থ জমা দেয় তা বিভিন্ন ব্যাংকে এফডিআর করে রাখা হয়। এ এফডিআর এর লাভের টাকা থেকে সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। মূল জমা টাকায় হাত দিতে হয় না। তিনি বলেন, শ্রমবান্ধব সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় শ্রম মন্ত্রণালয় শুধু গার্মেন্টস শ্রমিকদের সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল গঠন করেছে। শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকের মোট রপ্তানির শতকরা শূন্য দশমিক শূন্য ৩ ভাগ সরাসরি এ তহবিলে জমা হচ্ছে। এ তহবিলের অর্থ থেকে ২০১৭ সাল থেকে প্রায় ২শ’ কোটি টাকা সহায়তা দেয়া হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, চা শ্রমিকদের কল্যাণের জন্যও রয়েছে চা শ্রমিক ভবিষ্যৎ তহবিল। এ তহবিলেও বর্তমানে জমার পরিমাণ ৭শ’ ১৬ কোটি টাকা।

শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খালেদ মামুন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ এহছানে এলাহী, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক মোঃ নাসির উদ্দীন আহমেদ, কেন্দ্রীয় তহবিলের মহাপরিচালক ড. মোল্লা জালাল উদ্দীন, বাংলাদেশ শ্রমিক লীগের কার্যকরী সভাপতি আলাউদ্দিন মিয়া এবং মহিলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক কাজী রহিমা আক্তার সাথী বক্তৃতা করেন।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ে মোবাইল অপারেটর কোম্পানি গ্রামীণফোনের প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময় করেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ এহছানে এলাহী, গ্রামীণফোনের প্রধান মানবসম্পদ কর্মকর্তা সৈয়দ তানভির হুসেইন, প্রধান ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন এন্ড এইচ আর এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন এক্সপার্ট  মোহাম্মদ তাওহিদুল ইসলাম মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

#

আকতারুল/রাহাত/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                নম্বর : ৩০৪

**জাটকা ও মা মাছ নিধন বন্ধে আরো বেশি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে**

**--মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারি) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন উল্লেখ করে জাটকা ও মা মাছ নিধন বন্ধে আরো বেশি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য জেলা প্রশাসকদের আহ্বান জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ‘জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০২৩’ এ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত অধিবেশনে এ আহ্বান জানান মন্ত্রী।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, দেশের মৎস্য সম্পদে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। পৃথিবীর প্রায় ৫১টি দেশে মাছ রপ্তানি করে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছি। এখন দেশে এতো গবাদিপশু উৎপাদন হচ্ছে যে, ভারত-মিয়ানমার থেকে আমদানি ছাড়াই কোরবানির পশুর চাহিদা মিটানো সম্ভব হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় এ খাত এতটা এগিয়েছে।

রেজাউল করিম বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত বেকারত্ব দূর ও উদ্যোক্তা তৈরি করছে। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম উৎপাদনের ফলে খাদ্যের একটি বড় অংশের যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ হচ্ছে এ খাত থেকে। রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে এ খাত। পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিও সচল করছে। দেশের মোট জিডিপিতে ৪ দশমিক ৪১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপিতে ৩৮ দশমিক ৩৫ শতাংশ অবদান রাখছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত। ১ কোটি ৯৫ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ খাতে সম্পৃক্ত।

জেলা প্রশাসকদের উত্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের প্রেক্ষিতে এ সময় মন্ত্রী আরো বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে বিদ্যুৎ বিল বাণিজ্যিক হারের পরিবর্তে কৃষিজ হারে নির্ধারণের বিষয়টি আশা করি সমাধান হবে। ২২ দিন মৎস্য আহরণ বন্ধ থাকাকালে রেজিস্টার্ড মৎস্যজীবীদের প্রণোদনার বিষয়টি আমাদের পরিকল্পনায় রয়েছে। চরাঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্প চলমান আছে। জেলা প্রশাসকদের সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনে আরো প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। মাঠ পর্যায়ে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা, কর্মযজ্ঞ ও সাফল্য জেলা প্রশাসকদের ওপর নির্ভর করে বলেও এ সময় মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর-সংস্থা প্রধানগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/সিরাজ/রাহাত/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                  ‘        নম্বর : ৩০৩

**উদীয়মান ফুটবলার নাজমুল আখন্দকে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা**

ঢাকা, ১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারি) :

ব্রাজিলের সাও পাওলো শহরের সালতো ক্লাবে তিন মাসের জন্য অনুশীলনের সুযোগ পেয়েছেন নাজমুল আখন্দ। কিন্তু সুযোগ পেলেও ব্রাজিলে যাওয়ার অর্থ সংগ্রহ করতে পারছিলেন না তিনি। বিষয়টি জানতে পেরে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল উদীয়মান ফুটবলার নাজমুল আখন্দকে ব্রাজিলে যাওয়ার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি আজ সচিবালয়ে ফুটবলার নাজমুলের হাতে ৩ লাখ টাকার চেক তুলে দিয়েছেন।

চেক প্রদানকালে নাজমুলের জন্য শুভকামনা জানিয়ে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, নাজমুলের বিষয়টি যখনই আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে তখনই আমি তাকে সহায়তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করি। আমি নাজমুলের জন্য শুভকামনা রাখছি। সে ব্রাজিলে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবে, যা নিঃসন্দেহে গর্বের। আমি বিশ্বাস করি, নাজমুল সেখানে দেশের জন্য খেলবে। নিজেকে সমৃদ্ধ করবে এবং দেশের জন্য গৌরব বয়ে নিয়ে আসবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, তাকে সহযোগিতা করতে পেরে আমার ভালো লাগছে।

এ সময়ে নাজমুল যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, আমি যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। তিনি এতো স্বল্প সময়ের মধ্যে আমাকে ব্রাজিলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যা আমার জন্য অকল্পনীয়। সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। আমি প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। আমি দেশবাসীর দোয়া কামনা করছি।

#

আরিফ/সিরাজ/রাহাত/এনায়েত/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ৩০২

**‘শিশু-কিশোর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা’ উদ্বোধন করলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

টঙ্গী (গাজীপুর), ১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারি) :

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং ইউনিসেফের যৌথ আয়োজনে আজ টঙ্গীস্থ শহিদ আহসান উল্লাহ মাস্টার স্টেডিয়ামে ‘শিশু-কিশোর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা’র উদ্বোধন করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সারা দেশের অবহেলিত সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরদের নিয়ে ক্রীড়ার উন্নয়নে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে ইউনিসেফের সহযোগিতায় প্রথমবারের মতো যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ‘শিশু-কিশোর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা’ আয়োজন করেছে। এবারের আয়োজনে ২২টি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে শিশু-কিশোরদের জন্য ৬টি ক্রীড়া ইভেন্ট যথা ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, কাবাডি, সুইমিং ও ব্যাডমিন্টন মোট ৬টি ইভেন্টে আয়োজন করা হচ্ছে। আগামী বছর থেকে আরো বড় পরিসরে আয়োজন করা হবে।

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের মেয়র আসাদুর রহমান কিরণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গেস্ট অভ্‌ অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের মহাসচিব সৈয়দ শাহেদ রেজা, জিএমপি’র ডিসি মোঃ মাহবুব উজ জামান ও গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আতাউল্ল্যাহ মণ্ডল।

#

আরিফ/সিরাজ/রাহাত/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/১৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০১

**বঙ্গবন্ধুর পথ ধরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে**

**--- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারি) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাড়ে তিন বছরের দেশ পরিচালনার বিস্ময়কর পথ ধরে দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। বঙ্গবন্ধুর পরেই দেশের উন্নয়নে দুর্বার গতিতে কাজ করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পরবর্তী প্রজন্ম উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার কথা বলবে।

আজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল সংস্থার ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত জিওবি ও সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত বৈঠকে সভাপতির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

এসময় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মীর এরশাদ আলী, বাংলাদেশ স্থলবন্দরের চেয়ারম্যান মোঃ আলমগীর, বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক ও নৌপরিবহন অধিদফতরের মহাপরিচালক কমডোর নিজামুল হক সরাসরি এবং অন্যান্য সংস্থা প্রধানগণ ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অনেক অগ্রগতি হয়েছে; অনেক চ্যালেঞ্জও আছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় দেশের উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি। এটা শুধু মুখে নয়, হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। উন্নয়নের অংশীদার হয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় অনেক উচ্চতায় চলে গেছে; এ সম্মানকে ধরে রাখতে হবে।

বৈঠকে ব্রহ্মপুত্র নদ খনন, মাতারবাড়ী সমুদ্র বন্দর নির্মাণ, পায়রা বন্দরের ফার্স্ট টার্মিনাল নির্মাণ ও আন্ধারমানিক নদীর ওপর সেতু নির্মাণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

বৈঠকে জানানো হয় যে, শীঘ্রই ঢাকা-লক্ষীপুর নৌপথে লঞ্চ সার্ভিস চালু এবং মার্চে ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট, মাদারীপুর শাখার উদ্বোধন করা হবে।

উল্লেখ্য, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। এর মধ্যে ৩১টি এডিপিভুক্ত, তিনটি নিজস্ব অর্থায়নে এবং একটি স্কিম প্রকল্প। এজন্য বরাদ্দ রয়েছে ৭ হাজার ৭৫ কোটি ৫ লাখ টাকা। এডিপিভুক্ত প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ৬ হাজার ৩০২ কোটি ৩৮ লাখ টাকা। নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দ ৭৭২ কোটি ৬৭ লাখ টাকা।

#

জাহাঙ্গীর/সিরাজ/রাহাত/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ৩০০

**জলবায়ু কর্মকাণ্ডে এফএও-এর সহায়তা চাইলেন পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় পদক্ষেপ নিতে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সহায়তা চেয়েছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আগামী দিনে খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করবে। তিনি এসময় পরিবেশ সংরক্ষণমূলক কাজেও সহযোগিতা চান।

আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিনিধি রবার্ট ডি সিম্পসনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎকালে পরিবেশমন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ইকবাল আবদুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মিজানুল হক চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব (জলবায়ু পরিবর্তন) মোঃ মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (ইপিসি) মোঃ মিজানুর রহমান এনডিসি এবং উভয়পক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় পরিবেশমন্ত্রী বলেন, সরকার পরিবেশ, বন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, পরিবেশবান্ধব উপায়ে মজুতকৃত ৫২৫ টন ডিডিটি কীটনাশক রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ এফএও-এর সহায়তার প্রশংসা করে। তিনি আরো বলেন, প্যারিস চুক্তির অধীনে নির্গমন নিরীক্ষণের ক্ষমতা জোরদার করার জন্য এফএও-এর সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তরও কাজ করছে। FAO-এর সহায়তায় BCRL প্রকল্প আমাদের জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা এবং জীবিকা নির্বাহে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে।

বাংলাদেশে এফএও প্রতিনিধি রবার্ট ডি. সিম্পসন বলেন, বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে একটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বর। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে। এফএও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং আগাম সতর্কতা ব্যবস্থায় বাংলাদেশের সাথে কাজ চালিয়ে যেতে চায়। এফএও কৃষি ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রমের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশের সাথে আলোচনা চালিয়ে যাবে।

#

দীপংকর/সিরাজ/রাহাত/মোশারফ/সেলিম/২০২৩/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৯

**গুজব প্রতিরোধে ডিসিদেরকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর দিকনির্দেশনা**

ঢাকা, ১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারি) :

অনিবন্ধিত পোর্টাল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ও ভুল তথ্য ছড়ানো প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা ও করণীয় বিষয়ে জেলা প্রশাসকদের দিক নির্দেশনা দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ।

আজ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে তিন দিনব্যাপী জেলা প্রশাসক সম্মেলনের সমাপনী দিনে বক্তব্যদান ও মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন মন্ত্রী। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এ পর্যন্ত ১৬২টি অনলাইন সংবাদ পোর্টাল, ১৬৯টি দৈনিক পত্রিকার অনলাইন পোর্টাল, ১৫টি টেলিভিশনের অনলাইন পোর্টাল ও ১৪টি আইপিটিভিকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়েছে, সেটি জেলা প্রশাসকদের জানানো হয়েছে। বাকি সবগুলো রেজিস্ট্রেশনবিহীন।’

‘জেলা পর্যায়ে অনেক অনলাইন পোর্টাল, আইপি টিভি ও ইউটিউব চ্যানেল আছে, যেগুলোর কোনো নিবন্ধন নেই এবং যারা সেগুলোতে কাজ করে তারা নিজেদেরকে আবার সাংবাদিক পরিচয় দেয় এবং সেগুলোর মাধ্যমে অনেক সময় গুজব ছড়ানো হয়, ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয় এবং বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়’ উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ জানান, ‘অনিবন্ধিত পোর্টালে যদি দেখা যায় কেউ বিভ্রান্তি বা গুজব ছড়াচ্ছে কিংবা অসত্য বা ভুল সংবাদ পরিবেশন করে সমাজে হানাহানি তৈরি করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে অথবা কারো ব্যক্তিগত বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন করে সেটিকে আবার ভিন্ন কাজে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে সত্য তথ্যটা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিবেশন করা এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের গুজব প্রতিরোধ সেলকে জানাবার জন্য জেলা প্রশাসকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।’

বাস্তব প্রেক্ষাপট তুলে ধরে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘গুজব ছড়ায় কয়েক ঘণ্টায়, আর সেটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কয়েকদিন সময় লাগে। কারণ এর একটা প্রক্রিয়া আছে, সেটি বিটিআরসিকে জানাতে হয়। এবং এই সময়ে গুজব থেকে রক্ষা পেতে সোশ্যাল মিডিয়াতেই যেন বলা হয় সেটি গুজব এবং আসলে সত্যটা এই। তারপর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া।’

**‘প্রশাসনকে দলীয়করণ করেছিল বিএনপি, এরশাদ’**

প্রশাসনকে দলীয়করণ বিষয়ে প্রশ্নে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘সরকার তো প্রশাসন নিয়েই কাজ করে। সরকারের রাজনৈতিক অংশ এবং প্রশাসনিক অংশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং একসাথেই কাজ করতে হয়। সরকার প্রশাসনের মাধ্যমেই তার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। আমাদের সরকার প্রশাসনকে কোনোভাবেই দলীয়করণ করেনি এবং করার কোনো পরিকল্পনাও আমাদের নেই।’

চলমান পাতা - ২

--- ২ ---

মন্ত্রী বলেন, ‘আজকে যারা ডিসি হয়েছেন কিংবা বিভাগীয় কমিশনার বা যারা সচিব হয়েছেন, যোগ্যতার ভিত্তিতে এসএসবির মাধ্যমে এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাদেরকে পদায়ন করা হয়েছে। সুতরাং প্রশাসনকে আমরা কখনো দলীয়করণ করিনি বরং ইতিপূর্বে বিএনপি বিভিন্ন সময় যখন ক্ষমতায় ছিলো জিয়াউর রহমানের সময়, খালেদা জিয়ার সময়, সাত্তার সাহেবের সময় আর এরশাদ সাহেব যখন ক্ষমতায় ছিলো তখন প্রশাসনকে দলীয়করণ করা হয়েছিল।’

নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রশ্নের জবাবে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘নির্বাচনের বিষয়ে আজকে এখানে আলোচনা হয়নি কারণ সরকার নির্বাচন আয়োজন করে না। নির্বাচনের আয়োজক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা দিতে হলে জেলা প্রশাসনকে সেটি নির্বাচন কমিশনই দেবে। সেটি আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।’

পাশাপাশি সিনেমা হল পুনর্নির্মাণ, পুণরায় চালু করা, আধুনিকায়ন ও নতুন সিনেমা হল নির্মাণের জন্য যে ১ হাজার কোটি টাকা বিশেষ ঋণ তহবিল গঠন করা হয়েছে সেটি মাঠ পর্যায়ে সবাইকে অবহিত করার জন্য জেলা প্রশাসকদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে জানান মন্ত্রী। তিনি আরো জানান, ‘জেলা প্রশাসকদের পক্ষ থেকে উপজেলা পর্যায়ে তথ্য অফিস করার প্রস্তাবও এসেছে। তবে আমি মনে করি উপজেলা পর্যায়ে সব মন্ত্রণালয়ের অফিস থাকতে হবে তা নয়, ক্রমাগতভাবে সরকারের আকার বড় করা সমীচীন নয় সেটি তাদেরকে বলেছি।’

**জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত উৎসব ২৭-২৯ জানুয়ারি**

বাংলাদেশ রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সংস্থার আয়োজনে শিল্পকলা একাডেমির চিত্রশালা মিলনায়তনে ২৭ থেকে ২৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত উৎসব। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে আয়োজকরা নতুন প্রজন্মের প্রতিভাবান রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের হাতে তুলে দেবেন ‘কলিম শরাফী স্মৃতি পুরস্কার ১৪২৯’।

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সংস্থার সভাপতি সাজেদ আকবরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ড. মকবুল হোসেনের সঞ্চালনায় সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সিমিন হোসেন রিমি, শুক্রবার বিকেল ৫টায় উৎসব উদ্বোধন করবেন। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

একক ও দলীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং আবৃত্তি দিয়ে সাজানো উৎসবটি প্রতিদিন বিকেল ৫টা থেকে সকলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে বলে জানিয়েছেন আয়োজক সংস্থার সভাপতি ও জাতীয় সংসদের প্রয়াত উপনেতা বেগম সাজেদা চৌধুরীর পুত্র সাজেদ আকবর।

#

আকরাম/সিরাজ/রাহাত/মোশারফ/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৮১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৮

**বাংলাদেশ ডিজিটাল রূপান্তরের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ**

**-- শিক্ষামন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারি):

আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশে দুর্নীতি, দুঃশাসন ও অশিক্ষা থাকবে না বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। তিনি বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ শেখ হাসিনার একটি অঙ্গীকার। যার অর্থ হচ্ছে একুশ শতকের সোনার বাংলা, একটি বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা, যার চালিকা শক্তি হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। বাংলাদেশ এ ডিজিটাল রূপান্তরের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিনব্যাপী ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ   
মেলা-২০২৩’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা জানান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, আরো উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আবু হেনা মোরশেদ জামান।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে দুর্নীতি, দুঃশাসন ও অশিক্ষা থাকবে না। মানুষ তার সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবে। মন্ত্রী আরো বলেন, একটি দেশ তখনই ডিজিটাল দেশ হিসেবে গণ্য হবে, যখন এটি ই-স্টেট এ পরিণত হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্ম তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয় ও ব্যবহারে ঘটবে। এর মূল নিয়ামক হচ্ছে কানেকটিভিটি। এই ডিজিটাল সংযুক্তির মাধ্যমেই গড়ে উঠবে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ মূলত জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী জাতি গঠনেরই রূপকল্প। স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের সফল ফলাফল হচ্ছে পেপারলেস অফিস, ক্যাশলেস ট্রানজেকশন এবং সিমলেস কানেকটিভিটি। এই কর্মযজ্ঞ আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে।

এ সময় উপস্থিত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ‘আমরা কেবল অর্থবিত্তে ধনী হতে চাই না। আমাদের রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। সে মূল্যবোধকে ধারণ করতে হবে।’

 #

খায়ের/সিরাজ/রাহাত/মোশারফ/লিখন/২০২৩/১৮০১ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯৭

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারি) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৭৭ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৭২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪১ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৯১ হাজার ৭৯২ জন।

#

কবীর/সিরাজ/রাহাত/মোশারফ/আব্বাস/২০২৩/১৭০৭ ঘণ্টা

Handout Number : 296

**Bangladesh strongly condemns the act of desecrating**

**the Holy Quran in The Hague**

Dhaka, 26 January :

Bangladesh strongly condemns the recent act of desecrating the Holy Quran by a far-right activist in The Hague. Bangladesh expresses grave concern over such heinous incident and rejects any act of insulting the sacred values and religious symbols of the Muslims.

Bangladesh urges all concerned to put an end to such unwarranted provocations and Islamophobia for the sake of harmony and peaceful coexistence.

This has been stated in a press release of the Ministry of Foreign Affairs today.

#

Mohsin/Anasuya/Ali/Asma/2023/1140 hours